# ২২শে শ্রাবণ

## E MAGAZINE

Department of journalism and Mass Communication
Surendranath College

সুমহান ঐতিহ্যশালী সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের পক্ষ থেকে কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, IQAC মেম্বার, জি বি মেম্বার, সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, কলেজের ছাত্র সংসদ সহ্ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন। আমাদের তৈরী এই ই- পত্রিকাটি দেখতে ও মতামত দিতে অনুরোধ জানাই । সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ্ থাকবেন।

**নমস্কারান্তে**

Department of
Journalism & Mass Communication
Surendranath College

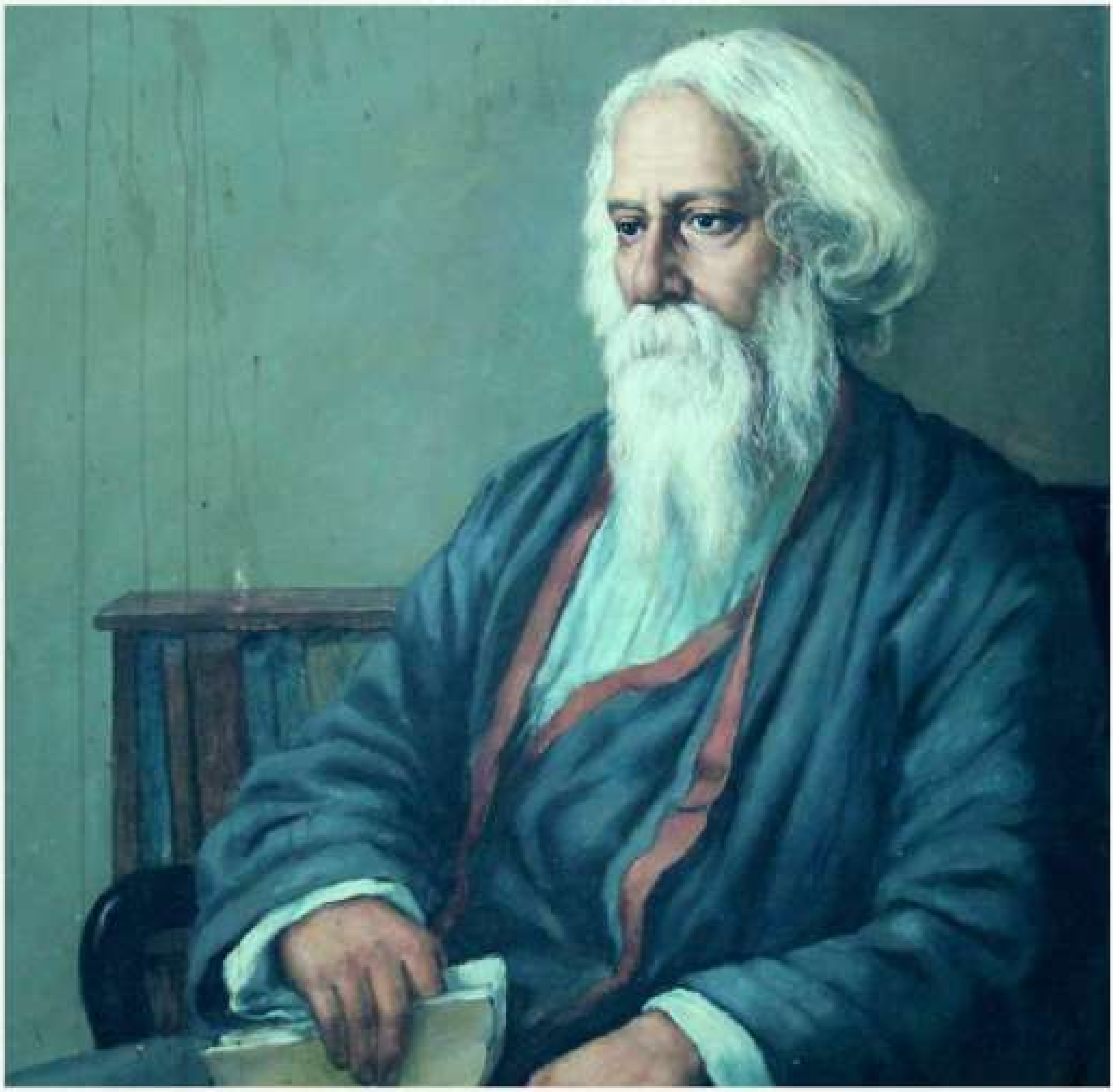

Faith is the bird that feels the light when the dawn is still dark

R.N. Tagore

# অজানা রবিঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটা আমাদের সকলের কাছেই খুব পরিচিত একটা নাম। আমরা ছোটবেলা থেকে বড়োবেলা পর্যন্ত সবাই তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্যই জেনেছি। কিন্তু অনেককিছুই আমাদের কাছে অজানা রয়েছে। এখন এমন কয়েকটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে যা অনেকের কাছেই অজানা তথ্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 7 ই মে, 1861 সালে। তাঁর পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতা ছিলেন সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার চতুর্দশতম সন্তান।

অজানা কিছু তথ্য:-

1। কবিগুরুর জন্ম বাংলায় 25 শে বৈশাখ হলেও, ইংরাজিতে তা 7 ই মে হয়। কিন্তু কেলেন্ডার দেখলে তাঁর জন্মজয়ন্তী 8ই মে বা 9ই মে হয়ে থাকে। এর কারণ হলো- রবিঠাকুরের জন্ম তারিখটি জর্জিয়ান কেলেন্ডার অনুযায়ী 7ই মে, এটি ইংরাজি তারিখ নয়।

2। রবিঠাকুর পঠনপাঠনের ধারা পরিবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম'। প্রথমে সেখানে শিক্ষকদের সংখ্যা ছিলো 5 জন ও শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিলো 5 জন, এবং তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রবিঠাকুরের বড়ো ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

3। রবিঠাকুর 'গীতাঞ্জলি' লিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি' এর ইংরাজি নাম হলো 'SONG OF OFFERINGS'। এবং এর মুখবন্ধ লিখেছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম কবি W. B. YEATS। এবং ইউরোপের বাইরে তিনিই প্রথম এশিয় যিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

4। তিনি নোবেল পুরস্কার এর সাথে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন, তার সাহায্যে তিনি 'ব্রহ্মচর্য আশ্রম'কে আরো বৃহত্তম রূপে তৈরি করেন, যার নাম তিনি 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' রাখেন। এবং এইখানে অমর্ত্য সেন, ইন্দিরা গান্ধী, সত্যজিত রায়ের মতো বিখ্যাত ব্যক্তি পঠনপাঠন করেছিলেন।

5। রবীঠাকুর ছোটোবেলায় যখন তাঁর গৃহশিক্ষক তাঁকে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য পড়াতেন, তখন তাঁর পছন্দ ছিলোনা। কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, এই কাব্যকে সসম্মানে শ্রদ্ধা করেছেন। এবং তিনি বলেছেন এই কাব্য বাংলার চরিত্র বদলাতে সক্ষম।

6। রবিঠাকুর চিত্রশিল্পী হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইউরোপে তাঁর বেশকিছু ছবির প্রদর্শনীও হয় । পরবর্তী সময় অনেক বিশেষজ্ঞরা এই ছবি গুলোর রং বিন্যাস দেখে বলেছিলেন রবিঠাকুর লাল ও সবুজ বর্ণের প্রতি colour blind ছিলেন।

7। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত রচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের [আমার সোনার বাংলা] এবং শ্রীলঙ্কারও [শ্রীলঙ্কা মাতা] জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন। সাম্প্রতিক একটি meeting এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সম্মুখে বলেছিলেন যে, রবীঠাকুর কেবলমাত্র ভারতের নয়, তিনি বাংলাদেশেরও। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশিরভাগ কবিতা, গল্প বাংলাদেশের ভুমিতেই লেখা। তাই শেখ হাসিনা নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করেন।

8। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের সাথে রবীঠাকুরের খুবই ভালো সম্পর্ক ছিলো। 1930-31 এ রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইনের বাড়িতে যেতেন দেখা করতে। তাদের মধ্যে অনেক রকমের কথাই হতো । কিন্তু তাদের উভয়েরই সঙ্গীত ছিলো খুবই প্রিয়

9। কেবলমাত্র আলবার্ট আইনস্টাইন নন, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুসোলিনীও রবিঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। তাঁর যত কবিতা ইতালিয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিলো তার প্রত্যেকটিই পরেছিলেন মুসোলিনী।

10। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই খাদ্যরসিক ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কিছু বিদেশি খাদ্য হলো- Chicken-motton pie, Ham paties, Prawn Cutlet, Roasted motton with pineapple, Hindustani Turkey Kebab ইত্যাদি।

11। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ' ছাড়াও 'দিকশূন্য ভট্টাচার্য', 'অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর', 'আন্নাকালী', 'পাকড়াশি' ইত্যাদি ছদ্মনাম ছিলো।

12। 17 বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম প্রেমে পড়েন, একজন মারাঠি কন্যা অন্যপূর্ণা তরখড়ের সাথে, কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথের থেকে 3 বছরের বড়ো ছিলেন। কবি তাঁকে ভালোবেসে 'নলিনী' নামে ডাকতেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে এই ভালোবাসা তার স্থান পায়নি। পরবর্তীকালে 1883 সালে তিনি তাঁর ভালোবাসার মানুষটির জন্য 'নলিনী' নামে একটি নাটক লেখেন। এবং সেই বছরেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয় ঠাকুরবাড়ির কর্মচারি বেণীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী দেবীর সাথে। পরবর্তীতে ভবতারিণী দেবীর নাম পরিবর্তন করে মৃণালিনী দেবী রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ এবং মৃণালিনী দেবীর 5 জন সন্তান ছিলেন।

13। 1874 সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তাঁর 'অভিলাষ' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর মোট 52 টি কাব্যগ্রন্থ, 95 টি ছোটোগল্প, 38 টি নাটক, 13 টি উপন্যাস, 1915 টি গান প্রকাশিত হয়। আর তিনি প্রায় দুই হাজারেরও অধিক ছবি এঁকেছিলেন।

14। তিনি খুবই সৌখিন মানুষ ছিলেন। তিনি প্রতি ঋতুতে আলাদা আলাদা পোশাক পরিধান করতেন।

15। অনেকে মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে তাঁর বৌদী কাদম্বরী দেবীর সাথে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিলো। আবার অনেকে মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবীকে তাঁর মা এর রূপে দেখতেন এবং কাদম্বরী দেবীও তাঁকে মা রূপেই স্নেহ করতেন। এই বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিতর্কিত।

অবশেষে তিনি 7 ই আগস্ট 1941 সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

Avirup Dhar
Sem - 4

## ২০২০ তে দাড়িয়ে যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্ত হেথা ভয়ে শূন্য' লিখতেন

চিত্ত হেথা ভয়ে ভিত, নিম্ন হেথা শীর,
জ্ঞান হেথা অবহেলিত, করোনা আক্রান্ত শরীর।
আপন প্রাঙ্গণতলে, শব সরোবরে,
বসুধারে রাখিয়াছে, চির অশ্রু জলে।
হেথা মাস্ক খুলিলে উৎসমুখ হতে,
মৃতুসংখ্যা বেড়ে চলে মূল জনস্রোতে।
দেশে বিদেশে, দিশে দিশে, সংক্রমণ ছড়ায়,
চিতা জলে, অশ্রু ঝরে, ভ্যাকসিন লুপ্ত হেথায়।
হেথা অশিক্ষিতদের আচারে মরুবালুরাশি,
বিচারের স্রোত পথ করিয়াছে গ্রাসী।
শিক্ষার শতধা নিত্য হেথা,
চৈত্র সেল ও ভোট প্রাধান্য যেথা।
মনুষ্যত্বের খাতিরে, গৃহে থাকিবেন, সুস্থ থাকিবেন,
এই দুর্যোগে, একে অপরের পাশে থাকিবেন।।

Rohit Neogi
Sem - 4

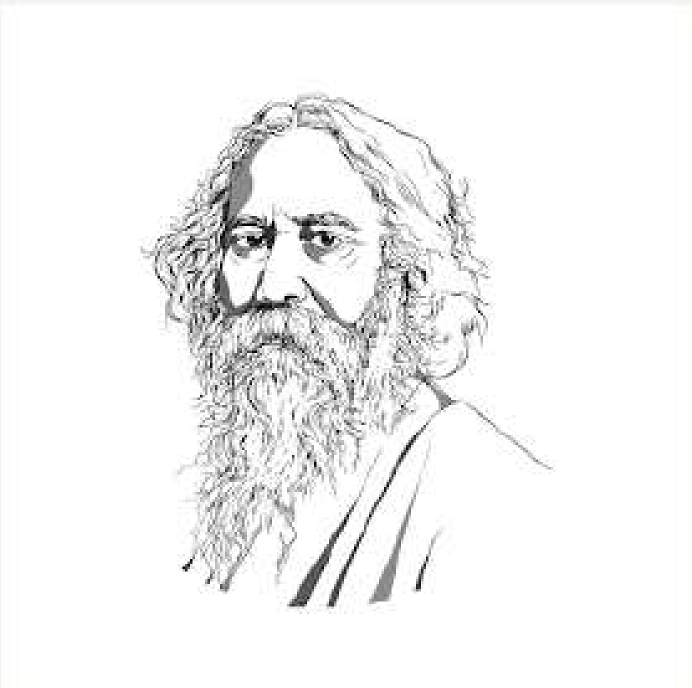

Sneha Dutta
Sem - 2

# স্মরণে তুমি 'কবিগুরু'

বিশ্বখ্যাত তুমি কবি গুরু,
তোমার কবিতা-গানেই
জীবনের পথ চলা শুরু,
হৃদয় জুড়ে বাস তোমার
তাই স্মরণ করি বারেবার।

আছো মোদের চলার পথে
সুখে দুঃখে ভালোবাসায়,
গতি নেই তোমায় ছাড়া
এই ক্ষুব্ধ পাষাণ দুনিয়ায়।

বোঝাপড়া হয়ে আছে জীবন
হিসাব মেলেনা তার,
সংসার তোমার পরশ চায়
চায় ' কবি-গানের ' বাহার।

আয়ুষ্মিতা দে
Sem - 4

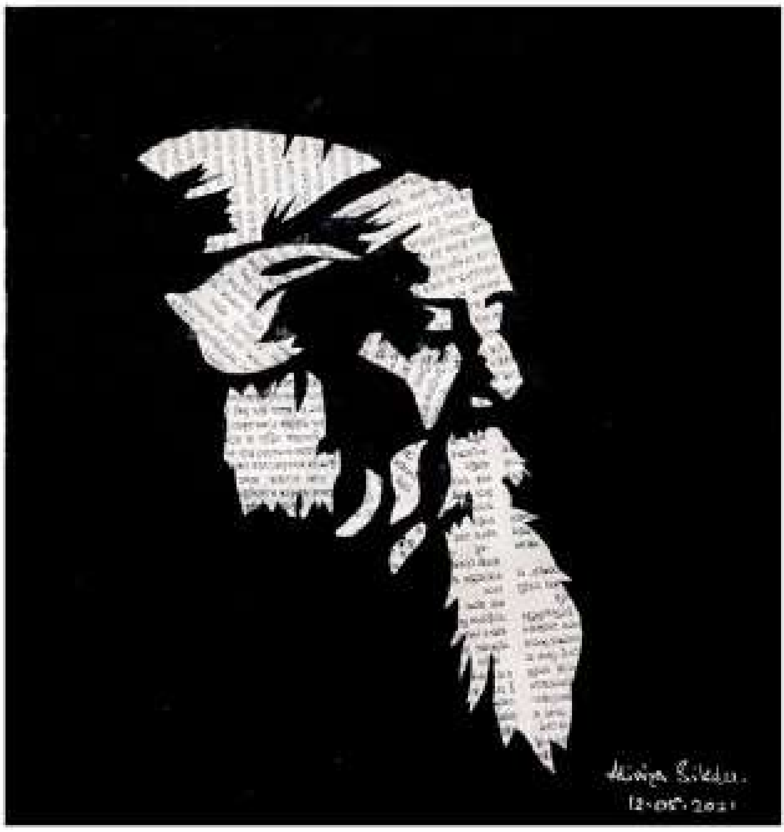

Alivia Sikder
Sem - 4

Tithi Adak
Sem - 4

# রবির 'কবিগুরু' হয়ে ওঠা

সাল ১৮৬১, বৈশাখের এক তপ্ত দিনে মধ্যাহ্নের সূর্যের মত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ঘর আলো করে জন্ম নিল এক ফুটফুটে বাচ্চা। নাম 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' , আদর করে 'রবি'। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা সুন্দরী দেবীর এই কনিষ্ঠপুত্র টির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গতানুগতিক নিয়ম ও চার দেওয়ালের বদ্ধ পরিবেশ পছন্দ না হওয়ায় ঠাকুর পরিবারের এই সন্তানটির শিক্ষাপ্রাপ্তি শুরু হয় ঘরোয়া খোলামেলা পরিবেশেই। প্রকৃতি অনুরাগী এই শিশুমন বেশিরভাগ সময় জোড়াসাঁকো, বোলপুর অথবা পানিহাটির বাগানবাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়াতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করত। কে জানতো এই অল্প বয়সেবয়সের ছেলেমানুষি জন্ম দেবে বিশ্বভারতীর মত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গৃহশিক্ষক এবং বাবার কাছ থেকে সংস্কৃত, ব্যাকরণ, ইংরেজি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাসের নিয়মিত পাট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব অল্প বয়সেই তারমধ্যে সাহিত্যচর্চার অভাবনীয় প্রতিভার বিকাশ ঘটে। মাত্র আট বছর বয়সে তার লেখা প্রথম কবিতা 'অভিলাষ' প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮৭৪ সালে তখন রবির বয়স মাত্র বারো বছর। এরপর ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত মাত্র ষোল বছর বয়সে ব্রজবুলি ভাষায় ভানুসিংহ ছদ্মনাম নিয়ে লেখা 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' মানুষের মনে জায়গা করে নেয়। সেই বছরেই জীবনের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিকাহিনী' প্রকাশিত হয়।

১৮৭৮ সালে রবি বিলেতে গেল ব্যারিস্টারি পড়তে কিন্তু সাহিত্যের সঙ্গে তার আত্মিক টান তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো এই দেশেই। কোনরকম ডিগ্রী না নিয়ে বিলেত ফেরত কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। ১৮৮৩ সালে ডিসেম্বর মাসে মৃণালিনী দেবী সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তখন ঘোরতর সংসারী রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহের জমিদারি সামলাতে সামলাতে তার পরিচিতি ঘটে গ্রাম বাংলার সাধারন পরিবেশ, সরল সিধা সাধা মানুষজন ও তাদের জীবন বৈচিত্রের সঙ্গে। সাধারনের মাঝে অসাধারন কে খুঁজে পাওয়াই হয়তো একজন লেখক এর বৈশিষ্ট্য আর তারই প্রতিফলন পাওয়া যায় তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ ও রচনাগুলিতে। এরপর একে একে তার সাহিত্যের ডালি ভরে ওঠে 'মানসী', 'সোনার তরী' , 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা' , 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', 'কেয়া', 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' , 'গীতালি' , 'বলাকা' , 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের দ্বারা। ১৯১৩ সালে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি যিনি নোবেল পুরস্কার পান তার গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ (song offerings) এর জন্য।

তাঁর বিখ্যাত কিছু আত্মকথা মুলক গ্রন্থ গুলির মধ্যে 'জীবনস্মৃতি', 'ছেলেবেলা', 'আত্মপরিচয়', এছাড়া আঠারোশো আশির দশকে ব্রিটিশ রাজত্বকালের সময়কার কলকাতার পটভূমিতে লেখা 'গোরা' এছাড়া 'চোখের বালি' ,'নৌকাডুবি','চতুরঙ্গ' এবং 'শেষের কবিতা' আমাদের বাঙালি জাতির কাছে অমূল্য সম্পদ।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি , লেখক, প্রাবন্ধিক, একজন সংগীতস্রষ্টা, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী। সমাজতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতিতেও আত্মবিকাশ ঘটান। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 'রাখি বন্ধন' উৎসব এর প্রচলন এর মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এই অভিনব প্রচেষ্টা শুধুমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব। ১৯০৬ সালে লেখা 'আমার সোনার বাংলা' এবং ১৯১৩ সালে 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করা হয়। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে ইংরেজদের বর্বরতার প্রতিবাদে তিনি তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

তার সাহিত্য ভান্ডারে ছিল ৫২ টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮ টি নাটক, ১৩ টি উপন্যাস, ৯৫ টি ছোট গল্প, ১৯১৫ টি গান, ৩৬ টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য সংকলন।

জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী উপাধি দিলেন 'গুরুদেব, বিশ্ববাসী উপহার দিলেন 'কবিগুরু' সম্মান দিয়ে। কবিগুরু, যিনি কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজকে পথ প্রদর্শন করেন। ১৬০ কেন আরও ৫০০ বছর পেরোলেও কবিগুরু থাকবেন বাঙালির মনে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো।

অবশেষে ১৯৪১ সালের 7 আগস্ট (বাংলায় ২২ শে শ্রাবণ) চির বিদায় জানান আমাদের প্রিয় রবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু তার সৃষ্টি বাঙালির হৃদয়ে শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে , পড়ুক ঝরে!

Riya Barua
Sem - 4

হৃদয় জুড়ে

# কবিগুরু

Arijit Maity
Sem - 4

Sneha Dutta
Sem - 2

Rohit Sarkar
Sem - 4

# চিত্রশিল্পে কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটা আমাদের সবার কাছে অতি পরিচিত একটি নাম। যুগে যুগে কিছু তারা হয়তো মহাকাশ থেকে খসে পড়ে, তিনিও তাদেরই মধ্যে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। দেশে-বিদেশে এমনকি সারা বিশ্বজুড়ে তার জনপ্রিয়তা জুড়ি মেলা ভার। মূলত তিনি ছিলেন কবি। এছাড়াও ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, ছোট গল্পকার, প্রাবন্ধিক, কন্ঠ শিল্পী, সুরকার, দার্শনিক ও ছিলেন। তার এই প্রতিভা গুলি আমরা কমবেশি সকলেই জানি। এছাড়াও কবিগুরুর আর একরকম প্রতিভা ছিল,
সেটা হলো তিনি অসামান্য চিত্রশিল্পী/চিত্রকর ছিলেন। যেটা হয়তো অনেকেই জানেন না।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র শিল্পের প্রতিভার দিকটা জনসাধারণের কাছে খুবই কম আলোচিত হয়।

ছোটবেলা থেকেই তিনি আঁকতে খুব ভালোবাসতেন। তখন থেকেই চিত্রশিল্পের দিকটা তাকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু একসময় তার সাহিত্য চর্চার কারণে চিত্র অঙ্কনের দিকটা থেকে তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন। তখন কবিগুরু ভাবেন চিত্র অঙ্কনের ব্যাপারটি তার কম্ম নয়। একেবারে জীবনের শেষ পর্বের দিকে এসে তিনি আবার চিত্র অঙ্কনের চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। চিত্রকলার জগতে তার বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর এর ছাপ তিনি রেখে গেছেন। চিত্রশিল্পে যে তার যথেষ্ট প্রথাগত শিক্ষা ছিল এমনও নয়। তার আঁকা ছবির সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি যার ১৫৭৪ টি শান্তিনিকেতনের সংরক্ষিত আছে।

প্রথমদিকে তার নিজের লেখা হিজিবিজি কাটাকুটি গুলিকেই একটি অঙ্কনের চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঠিক এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রশিল্পের জগতে প্রবেশ করেন। তার ছবির বিষয়বস্তু বেশিরভাগই ছিল কোন মানুষের মুখের স্কেচ, কোন কাল্পনিক প্রাণীর ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, ফুল ,পাখি, বিভিন্ন অলংকার চিত্র। মূলত তিনি কালি কলম জল রং এর দ্বারা ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকতে আঁকতে সেটি একসময় নেশায় পরিণত হয়। তার ছবি গুলির বেশিরভাগই ছিল বিষন্নতার প্রতি মুহূর্ত। গাঢ় বাদামী ও কালো রং ছিল তার চিত্র অঙ্কনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কালি।
'পূরবী' ছবিটি কার আঁকা একটি অন্যতম
ছবি। নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে নানা মন্তব্য করেছেন। যেমন,
"ঐগুলি কেবল রেখাই নয়, ঐগুলি তার থেকেও কিছু বেশি, আমার চিত্রাঙ্কিত স্বপ্ন এক কাব্যিক কল্পনার দর্শন"।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চিত্র শিল্পের জন্য দেশেবিদেশে অনেক সম্মান অর্জন এবং তার সাথে সাথে অনেক পুরস্কার লাভ ও করেন। ১৯৩০ সালে প্যারিস শহরের পিগ্যাল আর্ট গ্যালারীতে তাঁর প্রথম চিত্রশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেমন লন্ডন, বার্লিন, মিউনিখ, জেনেভা, মস্কো, নিউইয়র্ক এর মত জায়গাতে একের পর এক কবিগুরুর ছবি প্রদর্শনী হয়। যা তার সমালোচকদের আকৃষ্ট করে। ফিলাডেলফিয়ায় তার শেষ ছবি প্রদর্শনী হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি বইও আছে যার নাম রবীন্দ্র চিত্রকলা। এর প্রধান বিষয় কবিগুরুর ৪৪ টি ছবির অ্যালবাম।
এই জগতের নিয়মে সবাইকে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ তার কাজের মধ্যে দিয়ে, প্রতিভার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে আজীবন থেকে যায়। সেরকমই একজন হলেন আমাদের কবিগুরু। ১৯৪১ সালে এই মহান মানুষটি ইহলোক ছেড়ে পরলোকগমন করেন। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে আজও মানুষটি বেঁচে আছে তার শিল্পের দক্ষতা, প্রতিভা, কাজের, মধ্যে দিয়ে। এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। চিত্রকলার ইতিহাসে তার যে কৃতিত্ব, বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি, যুগ যুগ ধরে সেই গুলি অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থেকে যাবে।
একদিন আমাদের কেউ এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে আর সেদিন আমরাও কবিগুরুর ভাষায় বলবো :-
"আপনারে দীপ করি জ্বালো,
আপনার যাত্রাপথে,
আপনিই দিতে হবে আলো।"

Arnab Ghosh
Sem - 4

রবি কিরণে উদ্ভাসিত মন
পেয়েছে নুতন ভাবনা।
তোমার পরশে মিটেছে আমার
মনের সকল যাতনা।।
তোমার রচনা করেছে পূরণ
আমার প্রাণের তাড়না।
তোমার গানেতে পেয়েছি খুঁজে
সকল সুরের প্রেরণা।।

নেই কাছে তবু
আছ দু নয়নে,
বেঁধেছি তোমারে
প্রাণের যতনে।
আমার জীবনে
আমার স্বপনে,
পেয়েছি তোমায়
গভীর গহনে।।

রবি কিরণে উদ্ভাসিত মন
পেয়েছে নুতন ভাবনা।
তোমার পরশে মিটেছে আমার
মনের সকল যাতনা।।
আজি এই দিনে এই নিবেদনে
নিভৃত মনের বাসনা।
রেখে যেতে পারি তোমার চরনে
নিবিড় প্রাণের সাধনা।।
-অঙ্কনা চৌধুরী

Ankana Chowdhury
Sem - 4

## ফাঁকি

রবিবারটা খেলার জন্য
পড়ার জন্য নয়।
সোমবারটা জানেই তুমি
পেটে ব্যথা হয়।
মঙ্গলবারে পড়লে নাকি
অমঙ্গল হয়?
বুধবারে যে পড়লে আবার
বুদ্ধির হয় ক্ষয়!
বৃহস্পতিবার পড়লে নাকি
লক্ষ্মীর পড়ে কোপ?
শুক্রবারে টেলিভিশনে
নাটক দেখার লোভ।
শনিবার-এ অর্ধেক ছুটি
যাই যে মামার বাড়ি।
মা কি তুমি বলতে পারো
কখন আমি পড়ি?

প্রিয়াঙ্কা পাত্র
সেম- ২

# ধন্যবাদ